নারীর ক্ষমতায়ন : নতুন পথের সন্ধানে

শাহিদা ইসলাম খোন্দকার ও ফিরদৌস আজীম

প্যাথওয়েজ অফ উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট
ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

ফেব্রুয়ারি ২০১০

ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট-এর **প্যাথওয়েজ অফ উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট গবেষণা কার্যক্রম** বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের গবেষক, সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত অথবা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। এই কার্যক্রম একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা কর্মসূচী Consortium এর অংশ যেখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, সামাজিক আন্দোলন এবং শিক্ষাঙ্গনের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে নারীদের দৈনন্দিন জীবনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই Consortiumটি বিশ্বের পাঁচটি অঞ্চলের পাঁচটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত। দক্ষিণ এশিয়ায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে; মধ্যপ্রাচ্যে মিশরের কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের Social Research Centre (SRC) থেকে মিশর, ফিলিস্তিন এবং সুদানে; দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিলের সালভাদরে বাহিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Nucleus for Interdisciplinary Women's Studies (NEIM) এবং আফ্রিকায় ঘানার ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre for Gender Studies and Advocacy (CEGENSA) থেকে ঘানা, সিয়েরা লিওন এবং নাইজেরিয়ায় গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Development Studies এ গবেষণা কার্যক্রমের সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করছে। যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা বিভাগ (DFID) এর আর্থিক সহায়তায় এ গবেষণাটি সম্পাদিত হচ্ছে।

ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট সামগ্রিক পরিবর্তন বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণা পরিচালনা, শিক্ষা প্রদান ও এ্যাডভোকেসী করার একটি প্রতিষ্ঠান। এটি প্রথাগত ধারণাকে প্রশ্ন করার জন্য এবং দারিদ্র্যতা, অসমতা ও ন্যায়বিচার বিষয়ে নতুন ভাবনা উন্মোচন করার ক্ষেত্রে একটি প্রকৃষ্ট স্থান।

ছবি : সামসুন নূর

ডিজাইন ও প্রিন্টিং : জার্নিম্যান

জামদানী নকশা : রুবী গজনবী। *নকশা*। বি এস সি আই সি। অক্টোবর, ১৯৮১

পরিবেশক : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউ পি এল), রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬ষ্ঠ তলা, ৬১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

এই প্রকাশনাটি যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা বিভাগ DFID–এর মাধ্যমে UKaid–এর সহযোগিতায় মুদ্রিত। তবে প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণভাবে গবেষকদের।

নারীর ক্ষমতায়ন : নতুন পথের সন্ধানে

শাহিদা ইসলাম খোন্দকার ও ফিরদৌস আজীম

প্যাথওয়েজ অফ উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট
ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

ফেব্রুয়ারি ২০১০

নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন: নতুন পথের সন্ধানে

শাহিদা ইসলাম খোন্দকার ও ফিরদৌস আজীম

'নারীর ক্ষমতায়ন' একটি জটিল ধারণা কারণ নারী এবং ক্ষমতা- এই দুই শব্দের সমন্বয় করা কঠিন। একদিকে সনাতন সামাজিক দিক থেকে ক্ষমতায়িত নারীকে আড় চোখে, সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং সমাজ নারীকে সব সময়ই অধস্তন অবস্থায় দেখতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক। অন্যদিকে নারী উন্নয়ন বা নারীর সমস্যা বিশ্লেষণে নারীবাদী বা ফেমিনিস্ট চিন্তাধারা ক্ষমতাকে আড় চোখে বা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। এদের মতে, ক্ষমতার বলয়ই নারীকে সমঅবস্থান বা সমঅধিকার অর্জনে বঞ্চিত করে। নারী আন্দোলনে সমতা/ সাম্যতা কথাটি যত সহজে ব্যবহার করা হয়, ক্ষমতা শব্দটি উচ্চারণ করতে নারীবাদীরাই যেন হোঁচট খান। প্রচলিত ধারণায় ক্ষমতায়নের মানে পুরুষের উপর নারীর আধিপত্য, সেকারণেই নারীর ক্ষমতায়নকে পুরুষ বিদ্বেষী ভাবধারার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে নারীবাদ খুব সচেতনভাবে ক্ষমতায়ন শব্দটিকে এড়িয়ে যায়।

নারী পুরুষের অবস্থানের তারতম্য ক্ষমতার তারতম্য দ্বারা গঠিত হয়। নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতা বিস্তারের ফলে নারী অধস্তন অবস্থায় থাকে। মনে করা হয় নারীর ক্ষমতায়নের ফলে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে, যার কারণে সমাজে ক্ষমতার সমবণ্টন ঘটবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে দুই ধাপে দেখা যেতে পারে, যেমন প্রথম ধাপ হচ্ছে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, আর নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এবং সেখান থেকে পারিবারিক বলয়ের মধ্যে নিজের মতপ্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করা। অন্য ধাপটি হচ্ছে সমাজ এবং জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করা। নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিকগুলো নির্ণয় করা *Pathways of Women's Empowerment* গবেষণা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

Pathways of Women's Empowerment গবেষণা কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নকে খুব সুচারুভাবে দেখতে চায়। কখনও কখনও দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিকতার ভেতরে থেকেও নারী তার নিজের জন্য জায়গা করে নেয়, ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটায়। যদিও এই পরিবর্তনগুলো এত বড় নয় যে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, তারপরেও ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো হতে পারে নারীর ক্ষমতায়নের উপাদান। মূলতঃ নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে একটি দীর্ঘ যাত্রা, আর এই যাত্রাপথে যে অভিজ্ঞতা ও পদক্ষেপগুলো আমাদের ক্ষমতায়নের দিকনির্দেশ করে, সেগুলোকে দৃশ্যমান করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

Pathways of Women's Empowerment গবেষণা শুরু হয়েছিল তিনটি ধারার মধ্য দিয়ে নারীর কণ্ঠ (voice), নারীর কাজ (work) এবং নারীর শরীর (bodily integrity)। এই তিনটি ধারা পরবর্তীতে চারটি মূল বিষয়ে ভাগ হয়ে যায় ঃ

- Building Constituencies for Gender Justice: এই গবেষণায় নারীর কণ্ঠকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে দেখা হয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর উপস্থিতি দু'ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। যে প্রশ্নটি মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়, তা হলো রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ এবং উপস্থিতি নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু সহায়ক হতে পারছে। এবং নারী আন্দোলন এ ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করতে পারছে।৩৬
- Empowering Work: নারীর উপার্জন কোন পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক হয়? অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ নারীর জন্য একটি দ্বৈত বোঝা স্বরূপ উপস্থিত হয়। তা সত্ত্বেও নারীর উপার্জন ক্ষমতা নারীকে পরিবারে এবং সমাজে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি দেয়। এই দ্বৈত টানে নারী কিভাবে নিজের স্থান করে নেয়-এ গবেষণায় এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা হয়েছে।
- Changing Narratives of Sexuality: নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল, সেটাকে আমরা নারীর সাংস্কৃতিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি। সাম্প্রতিককালে নারীর সাংস্কৃতিক পরিচিতি দুটি বৈপরীত্বের মধ্য দিয়ে গঠিত হচ্ছে। একটি হচ্ছে ধর্ম অপরটি একটি শক্তিশালী মিডিয়া। এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মধ্যে কীভাবে নারীর ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক সত্ত্বা তৈরী হচ্ছে, সেটা বোঝাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।
- Conceptualizing Empowerment: নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত যে প্রশ্নগুলির সাথে আমাদের গবেষণার তথ্য উপাত্ত যুক্ত, তার সম্মিলনে ক্ষমতায়নের একটি সার্বিক ও সময়োপযোগী ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করাও এই গবেষণার অংশ ।

Pathways of Women's Empowerment-এর গবেষণা কার্যক্রম একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা কর্মসূচী Consortium (RPC) এর অন্তর্ভুক্ত, যা শুরু হয় ২০০৬ সালে যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (DFID) এর আর্থিক সহায়তায় এবং এর ব্যাপ্তিকাল পাঁচ বছর। ইউনিফেম (UNIFEM) এই গবেষণার অন্যতম অংশীদার। এই Consortium-এর অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বের পাঁচটি অঞ্চল (hub) থেকে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা পরিচালনা করছে।

যে অঞ্চলগুলোতে এই গবেষণা কার্যক্রমের কাজ করা হচ্ছে, সেগুলো হলো:

- দক্ষিণ এশিয়ায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে।
- মধ্যপ্রাচ্যে মিশরের কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের Social Research Centre (SRC) থেকে গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে মিশর, ফিলিস্তিন এবং সুদানে।
- দক্ষিণ আমেরিকায় গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে ব্রাজিলের সালভাদরে বাহিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Nucleus for Interdisciplinary Women's Studies (NEIM) থেকে।
- আফ্রিকায় ঘানার ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre for Gender Studies and Advocacy (CEGENSA) থেকে ঘানা, সিয়েরা লিওন এবং নাইজেরিয়ায় গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে।
- যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Development Studies-এ গবেষণা কার্যক্রমের সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল (ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়)

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তা দেখার জন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মূলত বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে এবং আফগনিস্তানেও গবেষণার কাজ সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈচিত্র্যের কারণে এ দুটো দেশের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা একটি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কাজ। এ দুটো দেশের রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্কের বিষয়ে অভিজ্ঞতার ভিন্নতা তুলনামূলক গবেষণার পথ খুলে দিয়েছে। এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ভালো ধারণা দেবে।

যেমন, বাংলাদেশে জেন্ডার সম্পর্কের পরিবর্তনের চালিকা হিসেবে আয়মূলক কাজ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আমাদের গবেষণা এ বিষয়টিকে কেন্দ্র স্থান দিয়েছে। তাছাড়াও আমরা একবিংশ শতাব্দীর নারীর দিকে দেখছি, অর্থাৎ নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে প্রচুর কাজ হয়েছে আজকের নারীর উপর সেগুলো কি প্রভাব রাখছে- তা দেখা হবে এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

চলতি গবেষণায় যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে:

১. নারীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস: ১৯২০ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নারীর সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ এবং অবস্থান বোঝার বা ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে এই ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর দশকে লেখালেখিতে মুসলমান নারীর সম্পৃক্ততা এবং জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা নিয়ে পুনঃঅনুসন্ধান করে এর সাথে নারীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে নতুনভাবে দেখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে নারীর সম্পৃক্ততা দেখা হবে। বিশেষ করে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সংস্কৃতি যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সেটা। এই সাংস্কৃতিক প্রতিবাদে নারীর সম্পৃক্ততাকে বিশ্লেষণ করে দেখা হবে কবে, কখন, কিভাবে মুসলিম নারীরা সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে অংশ নিতে শুরু করলেন।

তৃতীয় পর্যায়ে সাম্প্রতিক সময়ে নারীদের নিজস্ব পরিচিতি কীভাবে তৈরী হচ্ছে তা দেখার চেষ্টা করা হবে।

২. নারীর কাজ: 'নারী ও কাজ'- শীর্ষক গবেষণাটিতে জরীপের মাধ্যমে ৫১৯৮ জন উত্তরদাতা থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরীপ ছাড়াও চারটি ভিন্ন এলাকার নারীদের নিবিড় সাক্ষাৎকার নেয়া হবে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, আয়মূলক শ্রম এবং পরিবারের সহযোগীতা; মিডিয়া, কাজের ধরন এবং এনজিও-এর সদস্যপদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে। একই ধরনের একটি জরীপ মিশর ও ঘানাতে করা হয়েছে। এই জরীপগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিন দেশের একটি তুলনামূলক গবেষণা করা হবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশসহ চারটি দেশে নারীর কাজ এবং নারীর সংগঠিত কর্মকাণ্ডের অংশগ্রহণের তথ্য সম্বলিত নারীদের জীবনী সংগ্রহ করা হচ্ছে। এইসব বিস্তারিত তথ্য ব্যবহার করে চার দেশের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে।

৩. Mobilizing Resources for Women's Movement: নারী সংগঠনগুলো নারী অধিকার বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সম্পদ ব্যবহার করেও তা আহরণ কৌশলসমূহ কি তা বোঝার লক্ষ্যে এ গবেষণাটি হাতে নেয়া হয়েছে। নারী সংগঠনগুলো একদিকে বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে যুক্ত, একই সাথে আন্তর্জাতিক পরিবর্তনগুলোও তাদেরকে প্রভাবিত করে। যেমন, বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট নারী সংগঠনগুলোকে প্রভাবিত করেছে।

৪. Women and Security: বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এই গবেষণার ক্ষেত্র। ১৯৭৫ সালে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয় এবং ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে বিদ্রোহের অবসান ঘটে। এ চুক্তির মাধ্যমে সশস্ত্র সংঘাত থেমে গেলেও পুরোপুরি শান্তি এখনো আসেনি। স্বায়ত্তশাসনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের বড় ভূমিকা থাকলেও তারা শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রে প্রান্তে অবস্থান করছিল। এ প্রেক্ষাপটে গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

i. নিরাপত্তা, শান্তি ও নাগরিকত্ব বিষয়ে পাহাড়ী নারীদের ধারণা

ii. এসব অর্জনে পাহাড়ী নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলনের ভূমিকা

iii. পাহাড়ী নারীরা যেসব বাঁধার সম্মুখীন হন সেগুলোও নির্ণয় করা।

৫. Social Transformation through Cultural Production: নারী ও মিডিয়া শীর্ষক গবেষণার জের ধরে এই গবেষণাটি নেয়া হয়েছে। নারী ও মিডিয়া গবেষণাটি করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, মূলধারার টেলিভিশন অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘুদের জীবনশৈলী খুব বেশী পরিবেশিত হয় না। এটি গবেষকদের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিল যে সংখ্যালঘু নারীদের সাথে মিডিয়ার সম্পর্ক কিরূপ? এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার তাগিদেই *Pathways of Women's Empowerment* গবেষণা কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রামের মিডিয়ার বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হয়েছে। পাহাড়ী নারীর পরিচিতি কীভাবে পাহাড়ী মিডিয়াতে পরিবেশিত হয়, নারীরা মিডিয়ায় প্রচারিত মূল্যবোধ ও প্রতিচ্ছবিকে কীভাবে পাঠ করে এবং আদৌ পাহাড়ী মিডিয়া পাহাড়ী নারীদের জীবনে সম্ভাবনার কোন দ্বার উন্মোচন করছে কিনা তা বুঝতে চাওয়াই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

৬. Women in the Right: ধর্ম বিষয়ক গবেষণায় দেখা গেছে ধর্মীয় আন্দোলনে জড়িত নারীদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে নিজস্ব ধারণা রয়েছে। ধর্মভিত্তিক সংগঠনসমূহে এবং মূলধারার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের অবস্থান জানার জন্য এই গবেষণাটি করা হচ্ছে।

এই গবেষণায় দেখার বিষয়, ধর্মভিত্তিক দল ও মূলধারার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কি? ধর্মভিত্তিক দলসমূহের নারীরা তাদের লক্ষ্য বা স্বার্থ প্রসারে সমর্থন আদায়ে কি ধরনের কৌশল ব্যবহার করেন? সংগঠিতকরণের অভিজ্ঞতা কিভাবে নারীদের নেতৃত্ব দক্ষতাকে প্রভাবিত করে? ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোতে নারীরা কিভাবে ক্ষমতায়ন ও নারীবাদকে ব্যাখ্যা করেন? এসব প্রত্যয়কে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তারা কি ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন? তারা নারীবাদ বিষয়ক আলোচনা থেকে কোনো ধারণা গ্রহণ করেন কি?

Pathways of Women's Empowerment কেবল একটি গবেষণা কার্যক্রমই নয় কম্যুনিকেশন বা যোগাযোগ স্থাপনও এই কার্যক্রমের একটি বড় অংশ। এ পর্যায়ে দু'টি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে:

নারীর পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি: নারীর পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী, যেখানে নারীর জীবনের পরিবর্তনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়। এই চিত্র প্রদর্শনীটি দেশের চারটি প্রধান শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়।

Stories of Change: বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল পাঁচ জন নারীর সাফল্যের গল্প নিয়ে Stories of Changes শিরোনামে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। এই প্রামাণ্যচিত্রটি দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন, ঢাকা, রাজশাহী, রাঙ্গামাটি এবং সিলেটে প্রদর্শিত হয়।

Digital Story Workshop: নারীদের জীবনের সজীব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য তাদের নিজেদের গল্পকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চিত্রায়ন করার মাধ্যমে ডিজিটাল গল্প তৈরী হয়। নারীরা যেসব ব্যক্তিগত বা নিজস্ব উপায়ে ক্ষমতায়নকে বোঝেন ও ক্ষমতায়নের অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা ডিজিটাল গল্পের মাধ্যমে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

মূলত *Pathways of Women's Empowerment* গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিকগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যে বিষয়গুলো ক্ষমতায়নের আলোচনায় সরাসরি আসে না, কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নে হতে পারে উল্লেখযোগ্য উপাদান, সে বিষয়গুলোকে আলোচনায় আনাটাও আমাদের গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা সকলে একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বে বাস করি, যেখানে প্রতিমুহূর্তে সকলকে নিজ নিজ আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এ প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীপ্রগতি, নারী মুক্তি ইত্যাদির ধারণাও সময়ের সাথে সাথে নতুন রূপ ও আদল পায়। আমরা এই সকল গবেষণার মধ্য দিয়ে নারীর সেইসব চিত্র তুলে ধরতে চাই।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সবাইকে জানাতে চাই। আশা করি এই পুস্তিকাগুলো আমাদের গবেষণার ফলাফল সহজ ভাষায় সবার কাছে পৌঁছে দেবে।

প্যাথওয়েজ অফ উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট গবেষণা কার্যক্রম
ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

৬৬ মহাখালি বা/এ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮২৪০৫১-৪, এক্সটেনশন: ৪০৯৯, ৪০৭০
pathwayssa@gmail.com

BRAC UNIVERSITY
BDI
BRAC DEVELOPMENT INSTITUTE

pathways
of women's
empowerment